বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

নং-১৮.১৬.০০০০.৩৫২.০৬.০১৫.১৯ তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ,১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.।

গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি এর সভাপতিত্বে ২৪-১১-২০১৯ তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বোট ক্লাব, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ৪২তম (২০১৮-১৯ অর্থ বছরের) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ - কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি, জনাব এ.এইচ.এম. আহসান, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব কাজী মোহাম্মদ শফিউল আলম, নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি, জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ও নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য)-অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, স্বতন্ত্র পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব জনাব খালেদ মাহমুদ সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভায় উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' ও 'খ'-তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তর্জমার মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তর্জমার পর বিএসসির চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সভাপতি মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য:-

সভার সভাপতি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ, বিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শহীদ জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০লক্ষ শহীদসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ যাঁদেরকে নির্মমভাবে হত্যা

করা হয়েছে তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভাপতি বঙ্গবন্ধুকে 'বাংলার স্বপ্নপুরুষ' আখ্যায়িত করে বলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক নৌ সেক্টরে বাংলাদেশের অবস্থান সুনিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত পরিকল্পনাতেই বিএসসির বহরে ৩৮টি জাহাজ যুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বরণের পর বিএসসি একটি মৃতপ্রায় সংস্থার রুপ লাভ করেছিল। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ২৭ বছর পর বিএসসির বহরে নতুন ০৬টি জাহাজ যুক্ত হয়েছে যার প্রথম জাহাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করেন এবং অবশিষ্ট ০৫টি জাহাজ আগামী ২৮/১১/২০১৯ তারিখে উদ্বোধন করবেন। এছাড়া, বিএসসির জন্য ধারাবাহিকভাবে আরো ১০টি জাহাজ সংগ্রহের জন্য চীন ও ডেনমার্ক সরকারের সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে বিএসসি আবার জাতির পিতার স্বপ্নের নৌ-সেক্টর গড়ার পথে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

সভাপতি সভায় বর্তমান সরকারের দেশব্যাপি সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের জন্য রুপরেখা হিসেবে ''রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১'' বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। সে লক্ষ্যে সারা দেশের জন্য সুষম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়াও সরকার মংলা বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে এসেছে যার ফলে গত অক্টোবর মাসে রেকর্ড পরিমান জাহাজ মংলা বন্দরে এসেছে এবং দেশের তৃতীয় বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর নির্মান করা হয়েছে। তিনটি বন্দরের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনটি বন্দর ছাড়াও সরকার গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প (রামপাল, মহেষখালী, পায়রা) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত কয়লা, এলএনজি এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিবহন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচনায় বিএসসির জন্য বিভিন্ন সাইজ ও ধরণের জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীতে বিএসসি বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী শিপিং কোম্পানিতে পরিণত হবে এবং বিশ্বের বৃহৎ শিপিং কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাছাড়া, ঢাকায় নির্মিত 'বিএসসি টাওয়ার' বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া হয়েছে যা থেকে অর্জিত আয় বিএসসির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসির সুনাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, একসময় বিএসসি তথা দেশের জন্য জাহাজ অর্জনে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু, বর্তমান সরকারের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এখন নিজস্ব অর্থায়নে জাহাজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং সকলের

সহযোগিতায় বাংলাদেশ একদিন উড়োজাহাজ তৈরির সক্ষমতা অর্জন করবে। তিনি বাংলার গণমানুষের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন যাঁর মহাপ্রয়াণের পর বাংলার মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের স্বপ্ন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর, বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শী সব কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছেন।

সভাপতি শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করেন যে, বিএসসির উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএসসি আয় করে ২২২.৯৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ১৭৫.০৯ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থ বছরে কর সমন্বয় করে সংস্থার লাভ হয়েছে ৫৫.২৩ কোটি টাকা। বিএসসির জন্য সরকারের গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীতে এ আয় আরো বৃদ্ধি পাবে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লাভের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা পর্ষদের ৩০২তম সভায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ড) ঘোষণার সুপারিশ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কার্যক্রম ছাড়াও সরকারি সংস্থা হিসেবে জাতীয় স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রচলিত অপ্রচলিত পণ্য পরিবহণ করাসহ অলাভজনক রুটেও জাহাজ পরিচালনা করে থাকে। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএসসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএসসির জাহাজে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির বেশ কিছু ক্যাডেটের প্রতি বছর প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের ব্যবস্থা করছে। তাছাড়া কেবলমাত্র এ সংস্থার জাহাজেই বিগত চার-পাঁচ বছর যাবত মেরিন একাডেমির মহিলা ক্যাডেটদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা দেশি-বিদেশি জাহাজে যোগদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের সুনাম অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিএসসির জাহাজবহর বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বহন করে দেশের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি বিদেশে সমুজ্জ্বল ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসসি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই জাতীয় স্বার্থেই বিএসসির উত্তরোত্তর উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে, তিনি বিএসসির শেয়ারহোল্ডারদেরকে বিএসসির উপর আস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং বিএসসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, জাহাজি কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ এবং এর কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। জাতীয় পতাকাবাহী এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে সকল সম্মানিত উপস্থিতিকে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ :-

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং সভার আলোচ্য সূচি পাঠ করেন এবং সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের নিমিত্তে সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী ১ :- বিগত ২৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বলেন গত ২৪-১১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসির ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শেয়ারহোল্ডারদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে বিএসসির ওয়েবসাইটে এবং একইসাথে এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, সভায় প্রবেশের সময় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে কার্যবিবরণী সরবরাহ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, তিনি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের সম্মতির জন্য সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের আহ্বান জানান।	উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৪-১১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী ২ ও ৩ :- বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদ এর প্রতিবেদন ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন :-

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় ১৯৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বরণকৃত পরিবার পরিজনদের এবং শহীদ জাতীয় চার নেতাকে। তিনি আরো শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করেন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সে সকল প্রিয় সহকর্মী ও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে, যাঁরা ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি এ বিশেষ দিনে মহান আল্লাহ তালার নিকট তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আরও স্মরণ করেন বিগত দিনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে যাঁদের আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ কর্মকান্ড সর্বদাই কর্পোরেশনের উন্নয়নে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি নিবেদিত সে সকল পূর্বসূরিদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জাতীয় স্বার্থে বিএসসির অবদান :-

তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সরকারের স্বায়ত্তশাসিত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্পোরেশন বিশেষ অবদান রেখে আসছে, যেমন ঃ-

(ক) জাহাজে পণ্য পরিবহন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান।

(খ) জ্বালানী তেল, সার ও খাদ্য দ্রব্য নিরাপদ পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানী নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি অবদান।

(গ) মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দুরীকরণে ভূমিকা রাখা।

(ঘ) সংস্থায় চাকুরী সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং SDG অর্জনে সহায়তা করা।

(ঙ) এছাড়া জাহাজ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের হাজার হাজার লোক আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

এ পর্যায়ে তিনি বলেন, এসবই সরাসরি জাতীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত, তাই জাতীয় স্বার্থেই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উত্তরোত্তর উন্নতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়, নিট লাভ ও লভ্যাংশ ঘোষণা :-

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএসসির আয় ২২২.৯৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় ১৭৫.০৮ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থ বছরে কর সমন্বয় করে সংস্থার লাভ হয়েছে ৫৫.২৩ কোটি টাকা।

(খ) গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএসসির মোট আয় হয়েছিল ১২৯.৪৪ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছিল ১১৬.৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ নিট মুনাফা হয়েছিল ১২.৫২ কোটি টাকা।

(গ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারসহ সকলশেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ট) প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জাহাজ পরিচালনা ও অন্যান্য খাত হতে কর্পোরেশনের আয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয়ের চিত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে আয়:-

(০১)	চার্টারিং/ট্র্যাম্পিং/লাইটারেজ কার্যক্রম	টাকা = ১৫৫.৫০ কোটি
(০২)	অন্যান্য পরিচালনা আয়	টাকা = ২৯.৫৯ কোটি
(০৩)	অন্যান্য খাত হতে আয়	টাকা = ৩৭.৮৯ কোটি
করপূর্ববর্তী মোট আয়		টাকা =২২২.৯৮ কোটি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতে ব্যয়:-

(০১)	জ্বালানি তেল ও পানি	টাকা= ৯.৭৬ কোটি
(০২)	জাহাজের বীমা	টাকা= ৭.১৭ কোটি
(০৩)	ডেক ও ইঞ্জিন ষ্টোর্স ব্যয়	টাকা= ৫.৪৭ কোটি
(০৪)	বন্দর, ক্যানেল ও শুল্ক কর	টাকা= ৯.৩৮ কোটি
(০৫)	জাহাজ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভে	টাকা= ২৪.২৬ কোটি
(০৬)	জাহাজের ভিকচুয়ালিং খাতের ব্যয়	টাকা= ২.৪৮ কোটি
(০৭)	জাহাজের খুচরা যন্ত্রাংশ বাবদ ব্যয়	টাকা= ৫.১০ কোটি

মূলধন:-

গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৳১৫২,৫৩,৫০,৪০০.০০ (একশত বায়ান্ন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চার শত) টাকা। তন্মধ্যে সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৳৭৯,৪৬,৩৪,৪০০.০০(ঊন আশি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চার শত) এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের পরিমাণ ৳৭৩,০৭,১৬,০০০.০০(তিয়াত্তর কোটি সাত লক্ষ ষোলো হাজার টাকা)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৯৪,৬৩,৪৪০টি (সাত কোটি চুরানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত চল্লিশ) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৫২.১০ শতাংশ এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৩০,৭১,৬০০টি (সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজর ছয়শত) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৪৭.৯০ শতাংশ।

সম্পদ ও দায়:-

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী বিএসসির মোট সম্পদের পরিমাণ ২,৬২৮.২৯ কোটি টাকা এবং মোট বহি: দেনার পরিমাণ ১,৭৫৯.৫৩ কোটি টাকা । নিরীক্ষিত হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে বলে জানান।

লোকবল:-

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে (অফিসে) অনুমোদিত জনবল ১৫২১ জন (কর্মকর্তা ২১৭ জন কর্মচারী ১৩০৪ জন)। ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে (অফিসে) কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৬৪ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৪৮ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২১২ জন। এছাড়া এফ্লোট এষ্টাব্লিশমেন্টে (জাহাজে) কর্মরত অফিসারের সংখ্যা ছিল ১২৬জন ও নাবিক ১৬০জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৬জন।

বিএসসি আইন:-

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন, বিএসসির বাণিজ্যিক ও দাপ্তরিক কাজে গতি বৃদ্ধির জন্য ১৯৭২ সালের বিএসসি আইন (পিও ১০) প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের সাথে সামঞ্জস্য ও বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক গত ৩১ মে ২০১৭ তারিখ হতে শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০/- টাকা হতে ১০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও বিএসসির কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প:-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের সুযোগ্য দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় বিএসসি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী এবং ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব মানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিশ্র বাণিজ্যিক জাহাজ বহর সৃষ্টিসহ আনুষাঙ্গিক নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি (৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ও ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) জাহাজ ক্রয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত জাহাজসমূহ বিএসসির বহরে সংযোজন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত করা হয়েছে।

রামপাল, পায়রা ও মাতারবাড়ীতে তিনটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা বিদেশ হতে আমদানী করা হবে। দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার স্বার্থে কয়লা পরিবহনের Uninterrupted supply chain গড়ে তোলার জন্য ৮০ হাজার টনের ২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার এবং মাদার ভেসেল থেকে lightering এর জন্য আরো দশটি ১০-১৫ হাজার টন ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ এর ক্রুড অয়েল পরিশোধন ক্ষমতা ২০২০ সালে দ্বিগুণ হবে। সমস্ত ক্রুড অয়েল বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য নতুন প্রতিটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২ (দুই) টি নতুন মাদার ট্যাংকার ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল অয়েল এবং ৪ লক্ষ টন জেট ফুয়েল আমদানী করে, যা বিদেশী জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। ইস্টার্ন রিফাইনারি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২টি Single Point Mooring (SPM) with Double pipeline শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত হলে আমদানিকৃত ডিজেল ও জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য ২ (দুই)টি ৮০,০০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রকল্পটি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। জাহাজ ক্রয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

দেশের গ্যাস সংকট নিরসনের জন্য সরকার সম্প্রতি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে দুইটি FSRU টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে, যা দেশের জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সাথে যুক্ত। দেশের গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির জন্য বিএসসি বহরে দুটি প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিউবিক মিটার, দুটি প্রায় এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার কিউবিক মিটার এবং দুটি প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার কিউবিক মিটারের এলএনজি ভেসেল অর্থাৎ মোট ০৬টি এলএনজি ভেসেল যুক্ত করার প্রাথমিক পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে।

শ্রীলংকাসহ BIMSTEC এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শীঘ্রই Feeder Service চালু হবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য- ৪ (চার)টি নতুন প্রতিটি ১,২০০-১,৫০০ টিউজ সম্পন্ন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত ৪ (চার)টি সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় নির্মাণের জন্য আলোচনা চলমান রয়েছে।

বিএসসি'র ঢাকাস্থ নিজস্ব জমিতে ২৫ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্নপূর্বক গত ১৫এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও খুলনা ও চট্টগ্রামস্থ নিজস্ব জমি অস্থায়ীভাবে ভাড়া দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, RPO (Repeat Public Offer) এর মাধ্যমে শেয়ারবাজার হতে সংগৃহীত হয়েছিল ৩১৩.৭০ কোটি টাকা। বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে RPO এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯১.৬২ কোটি টাকা। এ ব্যয়ের মধ্যে ঢাকাস্থ ২৫তলা ভবন নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৯.৩৫ কোটি টাকা, শেয়ার বাজারজাতকরণ খাতে ব্যয় ১৭.৯৩ কোটি টাকা এবং চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি জাহাজ ক্রয় খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪.৩৩ কোটি টাকা। RPO ফান্ডের বর্তমান স্থিতি প্রায় ২২২.০৮ কোটি টাকা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, জাতির পিতার আদর্শে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শেয়ারহোল্ডারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আজ নতুন উদ্যমে ঘুরে দাড়ানোর প্রত্যয়ে ফলপ্রসু ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ বিএসসি অচিরেই দেশ ও দশের আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হবে। সে যাত্রায় সকলের অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, বিসিআইসি, বিপিসি, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষসহ আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক, বিএসসির সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকসমূহ, সকল এজেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে তাদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত আলোচ্যসূচী ২ এবং ৩ সম্পর্কে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্য আহবানঃ-

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সংস্থার সচিব ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে বক্তব্য রাখার আহবান জানান। সে প্রেক্ষিতে নিম্নেবর্ণিত শেয়ারহোল্ডারগন তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন:-

জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী (বিও একাউন্ট নং-১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০) :-

তিনি সভাপতি, উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার ও অন্যান্য সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সভাপতিকে সভার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উল্লেখ করে সভাপতি ও নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। এছাড়া, শেয়ারহোল্ডারদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য তিনি সংস্থার সচিবের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিএসসির যাত্রা শুরু করেছিলেন ২টি জাহাজ নিয়ে যা তাঁর সময়ে ১৪টি জাহাজে উন্নীত করা হয়। তিনি শুধু মালামাল পরিবহনের জন্য বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি স্বল্প ব্যয়ে হজ্বযাত্রী পরিবহনের জন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ সংযোজন করেছিলেন। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় বিএসসির বহরে নতুন জাহাজ সংযোজন হওয়ায় বিএসসির আয় ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সুন্দর ও সফলভাবে এজিএম আয়োজন করায় মাননীয় সভাপতির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিএসসির জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি আরো বলেন, বিএসসির এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সুন্দর ও পরিছন্ন হয়েছে এবং এতে কোনো বিষয় গোপন করা হয়নি। বিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংযোজান করায় বিএসসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে বিএসসির এজিএম-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে পাওয়ার আবেদন করেন। এছাড়া, তিনি বিএসসির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য পুনঃমূল্যায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, আরপিও খাতে অব্যবহৃত অর্থ শীঘ্রই লাভজনকভাবে ব্যবহারের আহবান করেন। সর্বশেষে সকল শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড বৃদ্ধির আহবান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

জনাবা শিরীন আক্তার (বিও একাউন্ট নং- ১২০৫৫৯০০৬৬৪৭৪৮০৩) :-

তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি শক্তিশালী দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। আর দেশ শক্তিশালী করতে হলে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। জাতির জনক ১৯৭২ সালে বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের হাল ধরেছেন। তিনি ৩য় বারের মত ক্ষমতায় এসে বিএসসি-তে ০৬টি জাহাজ সংযুক্ত করেছেন এবং আরো ১০ টি জাহাজ সংযুক্ত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে বিএসসিতে নারীদের নিয়োগ দিয়েছেন। সর্বশেষে বিএসসির উন্নয়ন কামনা করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলহাজ্ব মোঃ আবদুল ওয়াহাব (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০৮০১৪৩৬৭) :-

তিনি সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্পোরেশনের নতুন জাহাজগুলো লাভজনকভাবে পরিচালনা করে আয় বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া, তিনি বিএসসির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন এবং মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধির আবেদন করেন। সেই সাথে তিনি এসডিজি গোল অর্জনে সকলের সচেষ্ট থাকার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০১১৪১৭৬২)

বিএসসির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমুদ্র সৈকতের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আয়োজন করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিএসসির এজিএম অত্যন্ত নান্দনিক হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামের শেয়ারহোল্ডারদের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। বিএসসির এজিএম অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিএসসির প্রধান কার্যালয় থেকে গাড়ীর সুব্যবস্থা থাকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিএসসির নতুন জাহাজ উদ্বোধনের সময় শেয়ারহোল্ডারদের আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করেন। তিনি বিএসসির জমিসমূহ এবং গ্রেইন কনভেয়র ওয়ার্কশপ লাভজনকভাবে ব্যবহারের কার্যক্রম সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করার অনুরোধ করেন। তিনি সুন্দর ব্যাগ উপহার দেয়ায় বিএসসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সর্বশেষ বিএসসির উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব হীরালাল বণিক (বিও একাউন্ট নং-১২০৪৩২০০২১৫৬৮৫৭৫) :-

তিনি সম্মানিত সভাপতি ও শেয়ারহোল্ডারসহ সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই তিনি সভার সভাপতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে 'তারুণ্যের প্রতীক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) এবং সংস্থার সচিব মহোদয়ের প্রতি তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া, বিএসসির এজিএম অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিএসসির প্রধান কার্যালয় থেকে গাড়ীর সুব্যবস্থা করায় এবং সভায় চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা-চেতনায় রয়েছে দেশের উন্নয়ন। তাই, তাঁর হাত ধরেই কেবল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। তিনি মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। এছাড়া, তিনি বিএসসির আয় বাড়ানো এবং খরচ কমানোর দিকে মনোযোগী হবার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বিএসসির প্রধান কার্যালয়ের সৌন্দর্য বর্ধনের পরামর্শ দেন। তাছাড়া, বহরে সংযোজিত জাহাজসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিএসসিতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার আবেদন করেন। পরিশেষে, শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ-

শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন, ০৬টি নতুন জাহাজ সংগ্রহের জন্য প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। শেয়ার বাজার থেকে ৩১৩.৭০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হলেও শেয়ারহোল্ডারদের ১৮০০ কোটি টাকার জাহাজের মালিক করা হয়েছে। আরপিও খাতে সংগৃহীত অর্থ ভবিষ্যতে আরো জাহাজ অর্জনসহ বিএসসির বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করা হবে। এসব বিনিয়োগের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণই উপকৃত হবেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে সহজ শর্তে জাহাজসমূহ সংগ্রহে অর্থায়ন করা হয়েছে যা বিগত কোন সরকার করেনি। ডিভিডেন্ড প্রদানের বিষয়ে তিনি বলেন, বিএসসির নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব অনুযায়ী ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমান প্রায় ১৬৯ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জিভূত লোকসান থাকা অবস্থায় ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিএসইসির সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ভবিষ্যতে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমান আরো কমানো গেলে আরো বেশি ডিভিডেন্ড প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, নতুন জাহাজ সংগ্রহে যে ঋণ নেয়া হয়েছে তা পরিশোধের জন্য প্রভিশন রাখা প্রয়োজন। সকল দিক বিবেচনা করে পরিচালনা পর্ষদের ৩০২তম সভায় ৮% এর বেশি ডিভিডেন্ড না দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্বতন্ত্র পরিচালক শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে ১০% লভ্যাংশ দেয়ার সুপারিশ করেছেন। ১০% লভ্যাংশ দেয়ায় বিএসসি 'A' Grade কোম্পানিতে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক হিসাব সঠিকভাবে প্রদর্শন করে না। কিন্তু বিএসসি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে এবং নির্ভূলভাবে বার্ষিক হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। সর্বোপরি, সকলের সার্বিক সহযোহিতা অব্যহত থাকলে ভবিষ্যতে বিএসসি আরো বেশি লভ্যাংশ প্রদানের সক্ষম হবে।

আলোচ্যসূচি ২ এবং ৩ঃ-পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব ও বহিঃ যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনঃ-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও বহিঃ যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন।	উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিএসসির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও বহিঃ যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৪:- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগঃ-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব উল্লেখ করেন যে, গত ১৪-১১-২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩০৩তম সভায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Shafiq Basak & Co. এবং ২। S.F. Ahamed & Co. প্রত্যেককে ৭০,০০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৪০,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Shafiq Basak & Co. এবং ২। S.F. Ahamed & Co. প্রত্যেককে ৭০,০০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৪০,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৫- কর্পোরেট গভর্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট/ চার্টার্ড সেক্রেটারি নিয়োগ :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক ব্যতীত একজন প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট/চার্টার্ড সেক্রেটারি-র নিকট হতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা এবং কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড পরিপালন সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়। সে প্রেক্ষিতে, তিনি গত ১৪-১১-২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩০৩তম সভার অনুমোদনক্রমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্পোরেট গভার্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী মেসার্স এস.এ.রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিশিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে ভ্যাটসহ ২৫,৩০০/- টাকা ফি-তে নিয়োগের অনুমোদন করার প্রস্তাব করেন।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুযায়ী মেসার্স এস.এ.রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিশিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে ভ্যাটসহ ২৫,৩০০/- টাকা ফি-তে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৬- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন :-

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
সংস্থার সচিব বলেন, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫৫.২৩ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। এ প্রেক্ষিতে, গত ১৫-১০-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের ৩০২তম সভায় উক্ত মুনাফার উপর ভিত্তি করে প্রতি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য সরকারসহ সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ/ প্রস্তাব করা হয়। তিনি প্রস্তাবটি বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।	বিএসসির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারসহ সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রতিটি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের জন্য ১০% হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ড) প্রদান প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৭ : আরপিও এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল খরচের সময়সীমা ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অনুমোদন :

সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আরপিও এর মাধ্যমে শেয়ার বাজার হতে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সংগ্রহ করা হয়। উক্ত আরপিও'র অর্থ হতে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মোতাবেক ব্যয়ের পর বর্তমানে ২২২ কোটি ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯২ টাকা অবশিষ্ট আছে। উক্ত অর্থ ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সভায় উত্থাপন করা হয়।	আরপিও খাতে অব্যবহৃত ২২২ কোটি ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯২ টাকা হতে ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী ভাষণঃ

বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচী সমূহ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের পর সভার সভাপতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমাপনী বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

''সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ বিএসসির উপর আস্থা রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদের বক্তব্যে আমি উৎসাহিত হয়েছি। বিএসসির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক ও বিস্তারিতভাবে

উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, আপনাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশের জন্য সুযোগ প্রদান করা হয়েছে যা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভাসমূহের মধ্যে একটি বিরল ঘটনা। আপনারা হলেন বিএসসির মালিক, বিএসসির প্রাণ, আমরা হলাম কেয়ারটেকার। আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব এ.এইচ.এম. আহসান এবং স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুছ সবসময় সচেষ্ট রয়েছেন। যদিও তাঁরা সরকার কর্তৃক মনোনীত তবুও তাঁরা আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে মতামত প্রকাশ করে থাকেন। বিএসসিতে শেয়ারহোল্ডারদের যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শেয়ার বাজার নিয়ে অনেকেরই নেতিবাচক ধারণা আছে। কিন্তু বিএসসির ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। বিএসসি এগিয়ে যাচ্ছে। বিএসসি এখন 'A' Grade কোম্পানির তালিকায় আছে। ঋণ থাকার পরও বিএসসি লভ্যাংশ প্রদান করছে। বিএসসির প্রতি আপনাদের প্রত্যাশা অনেক। এ প্রত্যাশা পূরনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। চীন থেকে ৬টি জাহাজ বিএসসির বহরে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া, আরো ১০টি জাহাজ চীন ও ডেনমার্ক থেকে সংগ্রহ করা হবে। অতীতে আপনাদের দাবীর কথা কোন সরকার শুনে নাই, কিন্তু বর্তমান সরকার আপনাদের দাবী পূরণে স্বোচ্চার। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই বিধায় বিএসসিতে আমরা দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করেছি। বিএসসির পরিচালনা ব্যয় কমানোর ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বিধায় এ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তাই সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করার অনুরোধ করছি।"

পরিশেষে জাতীয় পতাকাবাহী একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি সভার সম্পাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৪/০১/২০২০
(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী)
প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।

'পরিশিষ্ট- ক'

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিএসসির ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৪-১১-২০১৯ তারিখ বেলা ১১-০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বোট ক্লাব, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরিচালনা পর্ষদের নিম্নোক্ত সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন :-

(১) কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি।

(২) জনাব এ.এইচ.এম. আহসান
অতি: সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(৩) জনাব কাজী মোহাম্মদ শফিউল আলম,
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি।

(৪) জনাব মোঃ ইউসুফ
নির্বাহী পরিচালক(প্রযুক্তি) - ও
নির্বাহী পরিচালক(বাণিজ্য) - অতিরিক্ত দায়িত্ব,
বিএসসি।

(৫) জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুছ
স্বতন্ত্র পরিচালক।